সংক্ষিপ্ত প্রসার- মধ্যযুগে ইউরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:

Sem-4, CC-10, Module - 1

— By T.K.D [২৪.৪.২০]

রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে পাশ্চাত্য মধ্যযুগের কখন সূচনা হয়েছিল তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, তবে সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, পঞ্চম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত কাল পর্বটি হল মধ্যযুগ, এই পর্যায়ে পোপ ও গির্জার অপ্রতিহত প্রাধান্য দেখা যায়, এই পর্যায়ে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্র দার্শনিক হলেন S.T. Augustine, S.T. Aquinas এবং Marsilius of Padua.

* নিম্নে মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম :—

প্রথমত, মধ্যযুগে রাষ্ট্রচিন্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল গির্জা বা চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ; এই বিরোধ সমস্ত মধ্যযুগ জুড়ে প্রচলিত ছিল, যদিও শুরুতে গির্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল সহযোগীতামূলক, নিজের প্রভাব বৃদ্ধি করার জন্য উভয়ে একে অন্যের প্রয়োজন অনুভব করত, কিন্তু সম্রাট ও পোপ নিজ নিজ এলাকা নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না, ~~অর্থ~~ অর্থাধিক বিষয় লিপসা উভয়কে এমনভাবে নেশাগ্রস্থ করে তুলেছিল যে উভয়ের মধ্যে বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে, বিশেষ সম্পত্তির মোহে গির্জার পুরোহিতরা রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন তখন রাজা অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের ক্ষমতা খর্ব করতে তৎপর হলে গির্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ ভয়ানক রূপ ধারণ করে; শুধুমাত্র তা নয় পোপ মনে করতেন গির্জা ও রাষ্ট্র অভিন্ন প্রতিষ্ঠান কিন্তু রাজা এটি মেনে নিতে রাজি ছিলেন না, এই দ্বন্দ্বে পোপ বা গির্জার জয় হয় এবং গির্জার ক্ষমতা দিন দিন বেড়ে চলে,

দ্বিতীয়ত, বিশ্বজনীনতাবাদ মধ্যযুগে রাষ্ট্রচিন্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য সমগ্র বিশ্বজুড়ে যে এক সমাজ এই ধারণা সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী প্রাণবন্ত ছিল, এই সময় রাষ্ট্রের সাম্রাজ্য ও গির্জা দুটি পৃথক বিষয় ছিল না; যদিও শাসনব্যবস্থা পৃথকভাবে থাকলেও কিন্তু সমাজ ছিল একটি, এই সার্বজনীন সমাজকে বলা হয় 'Res publica christiana'. এখানে গির্জার সদস্যপদ ও নাগরিকতা ছিল পরস্পরের পরিপূরক, পোপের নিয়ন্ত্রণ সমাজে সর্বক্ষেত্রে বজায় ছিল,

Scanned with CamScanner

তৃতীয়ত, মধ্যযুগে রাষ্ট্রচিন্তায় স্টোইকিজম (Stoicism) প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। স্টোইকবাদ হল প্রাকৃতিক আইন। সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান মূলত এই মতবাদ মধ্যযুগে রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

চতুর্থত, মধ্যযুগে রাষ্ট্রচিন্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল খ্রীষ্টধর্মের গুরুত্ব স্বীকৃতি। রোমান সাম্রাজ্যের পরিধি অতিক্রম করে যেভাবে খ্রীষ্টধর্ম সম্প্রসারিত হয়, তাতে কেবল ইউরোপীয় সমাজ-জীবন নয়; মধ্যযুগে ইউরোপীয় রাষ্ট্রদর্শনে খ্রীষ্টধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বলা যেতে পারে যে রোমান সাম্রাজ্য পতনের পর সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠার কাজে খ্রীষ্টধর্ম মধ্যযুগের চিন্তাধারাকে চলমান রাখতে সক্ষম হয়।

পঞ্চমত, সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে ছিল ধর্মীয় বিশ্বাসের একচ্ছত্র প্রভাব। মানুষের সকল আচরণের ক্ষেত্রে যুক্তির বিষয়েও একমাত্র নিয়ামক ছিল। এই ধর্মীয় বিশ্বাস (খ্রীষ্টীয়) এমন ধর্মীয় রাজনীতি দল অভিন্ন সূত্রে গাঁথা।

ষষ্ঠত, মধ্যযুগে রাষ্ট্রচিন্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল 'Scholasticism' - এর বিকাশ। মধ্যযুগে দার্শনিক ও অন্যান্য পন্ডিত-গণ বিশ্বাস ও যুক্তি, দেবতত্ত্ব ও দর্শন প্রভৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের উপর গুরুত্ব দেয়। জ্ঞানকে একটি বিচ্ছিন্ন বস্তু হিসাবে না দেখে সামাজিক দৃষ্টি দিয়ে দেখার প্রবণতা ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে প্রচলন হয়ে ওঠে এবং ধীরে ধীরে তা ব্যাপকতা লাভ করে। এই Scholasticism কার্যত মধ্যযুগ জুড়ে পোপ-তন্ত্রের প্রাধান্যকে বজায় রেখেছিল।

সপ্তমত, G. H. Sabine, R. N. Benki প্রমুখ পাশ্চাত্য রাষ্ট্র-চিন্তার গবেষক মনে করেন মধ্যযুগ জুড়ে গির্জা ও রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব যেমন প্রকট হয়ে উঠেছিল, ঠিক তেমনি সামন্ত-তন্ত্র একটি অর্থনৈতিক বৈধ রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে গড়ে ওঠে। এই সামন্ততন্ত্র ছিল মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য

অষ্টমত, পাশ্চাত্য মধ্যযুগে রাষ্ট্রচিন্তা কোন স্বাধীন পরিবেশ ছিল না। রাষ্ট্রনীতি ছিল ধর্মনীতি বন্ধনে আবদ্ধ। বলা যেতে পারে যে, মধ্যযুগে রাজনীতি, অর্থনীতি ও ধর্ম মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এসব বিষয়ে গীর্জার সিদ্ধান্ত ছিল চূড়ান্ত। রাষ্ট্র এই সময় ছিল কার্যত গির্জার অধীনস্থ একটি সংস্থা। এই কারনে অনেক পাশ্চাত্য গবেষক-গণ বলেন যে, সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে পৃথক কোনো অস্তিত্ব ছিল না।

নবমত, মধ্যযুগে রাষ্ট্রচিন্তার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল প্রাকৃতিক আইনের প্রাধান্য, গির্জা এই প্রাকৃতিক আইনকে-ন্দ্রিক ভাবধারা প্রচার করত নিজেদের স্বার্থে, ~~গির্জা~~ গির্জা

Scanned with CamScanner

স্টোইকদের এই প্রাকৃতিক আইনের ধারাকে ঈশ্বরের আইন বলে মনে করতে থাকে। গির্জা নিজেকে এই আইনের রক্ষাকর্তাবলে প্রচার করতে থাকে।

<u>দশমত</u>, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দী মধ্যযুগ রাষ্ট্রচিন্তার শেষ পর্যায়। এই পর্যায় গির্জা বা পোপতন্ত্রের বিরোধী ধারার বিকাশ ঘটে। বলা যেতে পারে যে, পোপ গ্রেগোরি (৫৯০-৬০৪) খ্রী: পর্যন্ত যে পোপতন্ত্রের উত্থান ঘটেছিল এবং পরবর্তীতে তৃতীয় ইনসেন্টের আমলে পোপতন্ত্রের যে সর্বোচ্চ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় তার অবসান সূচিত হয় চতুর্দশ ও পঞ্চদশশতাব্দীতে, পাদুয়ার মার্সিলি ও সর্বপ্রথম নিয়মতান্ত্রিক ও গনতান্ত্রিক ধারনা তুলে ধরেন ও পোপতন্ত্রের বিরোধিতা করেন। এই দুই তরবারি তত্ত্ব (Theory of Two Swords) ধারনা জনপ্রিয় লাভ করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সমগ্র মধ্যযুগের খ্রীষ্টধর্ম, সামন্ততন্ত্র স্বাধীনমুক্ত রাষ্ট্রচিন্তার অভাব লক্ষ্য করা যায়। এইজন্য পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার অনেক গবেষক সেন্ট গেগোরি, সেন্ট আম্ব্রোজ, সেন্ট টমাস, সেন্ট অগাস্টাইন পায়ার ধারনাকে অর্থনৈতিক ও অবৈজ্ঞানিক বলে চিহ্নিত করে ইউরোপ মধ্যযুগকে অন্ধকারময় যুগ বলে অভিহিত করেছে। যদিও অনেক পাশ্চাত্য গবেষকগন এই মতামত ব্যক্ত করে যে, মধ্যযুগে রাষ্ট্রচিন্তার ধারনা সৃষ্টির অগ্রগতির ধারাকে বিকশিত না করলেও প্রাচীন গ্রীসে রাষ্ট্রচিন্তা এবং আধুনিক যুগে রাষ্ট্রচিন্তার মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করেছিল এই রাষ্ট্রচিন্তা।

—— ০ ——

Scanned with CamScanner